তারিখ 2 MAR 1986
পৃষ্ঠা 6 কলাম

সাহিত্য ও প্রকাশনা শিল্পে নতুন মাত্রা

একুশের বইমেলা

বইমেলা নতুন ক্রেতা যেমন পাশাপাশি জন্ম দেয় নতুন পাঠকেরও। তাই হয়তো বলা অতিরিক্ত হবে না যে, বাংলা একাডেমীর নাবিক তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা একুশের বইমেলা বাংলা সাহিত্য ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। নতুন নতুন বই প্রকাশের ক্ষেত্রে উৎসাহ যে কতক বেড়েছে, গল্পে-নাটকে বই কেনার আগ্রহও তেমন পাশাপাশি বেড়েছে। একুশ উপলক্ষে বই কেনার একটা রীতিও এবই মধ্যে চালু হয়ে গেছে। বইমেলা উপলক্ষে ১৫ পয়সাকে কমিশন বই ক্রয়ের সুযোগ পাঠক-ক্রেতার আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলেছে।

বইমেলার গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে উঠেছে। একুশে ফেব্রুয়ারীর আয়োজনের অন্যতম প্রাণ যে এই বইমেলা একথাটাও আজ সত্যি বলে মেনে নেয়া যায়। বই পড়েন অথবা বই দেখতে আগ্রহীদের মধ্যে বইমেলা যেন প্রাণে গভীর আনন্দের সৃষ্টি করে।

বাংলা একাডেমী প্রতি বছর বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশকদের আমন্ত্রণ জানায়। প্রকাশকরা তাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত গ্রন্থ নিয়ে মেলার নাবিরে তোলেন ইল। এ সময় প্রকাশকদের ব্যস্ততা বাড়ে। একদিকে প্রেসে বই ছাপানো অন্যদিকে ইল নির্মাণ সময়ে লেখক প্রকাশকদের প্রকাশিত গ্রন্থের অধিকাংশ বিক্রি হয়ে থাকে। এসময়ই লেখক-পাঠকের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পাঠক এই মেলা থেকে বেছে নেন তার প্রিয় গ্রন্থ। মেলায় বই কেনার বেলায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, চাকরিজীবীদের আগ্রহই অধিক। সাধারণত বই কেনেন না এমন পাঠককেও মেলায় এসে বই কিনতে দেখা যায়।

বই প্রকাশ ও ব্যবসায়ীর সাহিত্য ও মননবিমুখ চেতনাকে সমিত করে তোলার ক্ষেত্রে বইমেলা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এই বিষয়টি নিয়ে আজ নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। আর এই দায়িত্বটি এবংনো বাংলা একাডেমীর। একাডেমীর পক্ষেই সম্ভব এই মেলাকে আরো ব্যাপকতর করে তোলা এবং সাধারণ জনচেতনা বই পাঠ ও কেনার বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা।

প্রস্তাব এসেছে এবার, প্রতি বছর অস্থায়ী স্টল করার পরিবর্তে একাডেমী প্রাঙ্গণে স্থায়ী স্টল নির্মাণের। এতে বিভিন্ন প্রকাশক সারা বছরই তাদের প্রকাশিত বই পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে পারবেন আর পাঠকও সারা বছরই তার প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি অনায়াসে ক্রয় করতে পারেন। ঢাকা শহরের বইয়ের দোকানগুলো ব্যস্ত বিপণিগুলোতে প্রধানত শাড়ী গহনার দোকানের পাশাপাশি। সেক্ষেত্রে একাডেমীর স্থায়ী স্টল পাঠক-ক্রেতার জন্য আরো সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

বাংলা একাডেমী

বাংলা একাডেমী তার পুরানো সংস্থাকে ভেঙে এবার বেরিয়ে এসেছে। নতুন আঙ্গিকে। বছর দুয়েক আগেও দেখা গেছে মেলার কবেকটি গ্রন্থ নিয়ে এখানেসেখানে উপস্থিত হয়ে; কিন্তু এবার আর তা হয়নি। ঢাকা-মফঃস্বল মিলে প্রায় ৩৭ব্যবসায়ী শীর্ষক একাডেমী এবছর প্রকাশ করেছে ১০১টি গ্রন্থ। সর্বাধিক বিক্রীত ও অনুপ্রিয় এই গ্রন্থগুলো সবকবের ক্রেতা-পাঠকের চাহিদাকেন মেটাতে পেরেছে। বিষয়ের দিক থেকে দেখিলেও দিক থেকে এগুলো ছিল এবারের উল্লেখযোগ্য দিক। অথচ এমনও দিন ছিলো; বাংলা একাডেমীতে পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে লেখক বছরখানিক পেরিয়েন কিন্তু বই আর ছাপা হয়নি। একাডেমী যেন এবার নতিয়া গড়িয়া পাঠকদের গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি মুদ্রিতহয়ে নিজেদের দীর্ঘ দিনের আলস্যানুবী কর্মতৎপরতাকেও শুধরেন।

বইমেলার পাশাপাশি একাডেমী আয়োজন করেছিল আলোচনা সভাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। আলোচনা সভাগুলোতে দর্শকের সংখ্যা কম হলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোক সমাবেশ ছিল প্রচুর।

বাংলা গবেষণাগার

প্রস্তাব এসেছে বাংলা একাডেমীর নাম পরিবর্তনের। বাংলা একাডেমী আয়োজিত আলোচনা সভায় একজন বক্তা বাংলা একাডেমীর নাম পরিবর্তন করে বাংলা গবেষণাগার রাখার প্রস্তাব করেছেন। প্রস্তাবটি নিয়ে তেমনকোন আলোচনা না হওয়ার বিষয়টি আর কোনজোর পাবেনি। তবে বাংলা একাডেমী এ বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন।

বই বিক্রির হার

গত ৫ বছর যাবৎ মেলায় বই বিক্রির হার বেড়েছে। সওয়াল সাহিত্য সংসদের আহিকাক্রিক হিসাবেথায় মুহম্মদ আর্জ জানান, বইয়ের ক্রেতা বেড়েছে এ যেমন সত্য, তেমনি বই প্রকাশের হার ও বেড়েছে। মেলাকে সামনে রেখে পাঁচ-ছয় মাস আগে থেকেই প্রকাশকরা বই প্রকাশের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু তার পরও লক্ষ্য মাত্রানুযায়ী বই ছেপে শেষ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে প্রেসের সমস্যাই বড় বলে তিনি আশাবাদ করেছেন।

একজন ক্রেতা অভিযোগ করলেন, বইয়ের দাম খুব বেশী। চার ফর্মার বইয়ের দাম ২৫ টাকা আবার কোন কোন প্রকাশনা সংস্থার তিন/চার ফর্মা বইয়ের দাম ৪০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত।

এ বিষয়ে বিউটি বুক হাউসের আমিকারিক হামিদুল ইসলাম বলেন, বইয়ের দাম বেশী-এটা ঠিক নয়। খরচ বেড়েছে পচ্ছে। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি মিলিয়ে খরচ আগের তুলনায় বেড়েছে দ্বিগুণ।

এবার সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে শিশু সাহিত্যে। এরপরই উপন্যাস ও কবিতার স্থান।

টিভিবাহত হুমায়ুন আহমদ রহস্য উপন্যাসিক হিসেবে বেশ খ্যাতি লাভ করেছেন। তার 'দেবী' (রহস্য উপন্যাস) গ্রন্থটির বিক্রির হার অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় অনেক বেশি।

এবারের সর্বাধিক বিক্রীত ও জনপ্রিয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে দেবী, গানের অতিথি, সুগন্ধার কালক্ষেপণ, যে জলে আগুন জ্বলে, রিপোর্টারের নোটবুক, টোপ, আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা, স্বপ্নের সন্ধান, নিঃসঙ্গ নির্বাণ, সিংহাসন, দেশত্রোহী হতে ইচ্ছে করে, বিরক্তদের পৃথিবী, বুদ্ধি, শ্চিচ্ছ বাঙ্কুর, নির্বোধ সন্ধান, ছোবল, শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা, কন্যা রাশির আতক, বাসিন্দার চন্দ্রায়ন, দেশ তার হায়ার গৌরব, প্রতিবিম্ব ভেঙে যাও ও ফিরে যাও সেই ছেঁবগান।

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত গ্রন্থ ছাড়া ৫ বছর মেলা উপলক্ষে প্রায় ৬৫৯ নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৬৬ গ্রন্থ ৪০টি

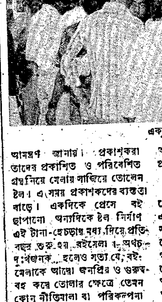

একুশের বইমেলার দর্শকদের ভিড়

তারিখ 2 MAR 1986
পৃষ্ঠা 6 কলাম

মনাস, ২৮টি, অনিন্দ্য ২৫টি, চার দিক ১৩টি, বিউটি বুক হাউস, ১০টি বর্ণ বিচিত্রা ৪টি।

লেখকমেলা

'এটা বইমেলা না লেখক মেলা?'—সর্বোপরি সম্ভবতা করলেন একজন বই ক্রেতা। বস্তুত, মেলায় যেখানেই যাবেন সেখানেই লেখক। তবে এবার লেখক-কবিদের তৎপর দেখা গেছে বই বেচা-বিক্রিতে ইলে দাঁড়িয়ে অথবা বাইরে চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে বই কেনার জন্যে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন অনেকে। এক্ষেত্রে প্রথম কাতারে ছিলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। একেবারে লাইনবেঁধে চাঁদিয়েই বসেছিলেন। এখানে কবি নির্মলেন্দু গুণকে পাওয়া যায়।

এবার মেলায় বোধ দিতে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার ও বুদ্ধদেব গুহ।

প্রদর্শনী

বইমেলার পাশাপাশি একাডেমী আয়োজন করেছে কয়েকটি প্রদর্শনীর। গত বছর যেখানে ছিল ৬টি, এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫টিতে। শিশু শিল্পীদের আঁকা চিত্র, আলোকচিত্র, প্রতিকৃতি, চিত্র-ও একাডেমীর নিজস্ব প্রদর্শনী।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারী একাডেমী আয়োজন করে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার। জমা আয়োজন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এই চিত্রগুলোতে আগামীর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ধারণার ক্রমটিই ফুটে উঠেছে।

আলোকচিত্রী নাসির আলী মানুনের তোলা ১৬৮জন বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকের আলোকচিত্রের প্রদর্শনী বা দর্শকদের কাছে ভিন্ন স্বাদ এনেছে। এর মধ্যে অনেক লেখকই পরলোকগত। মানুনের তোলা এসব আলোকচিত্র একাডেমী সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে। প্রতিকৃতি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে দেশের কৃতী সন্তানদের প্রতিকৃতির তৈলচিত্রে। এই প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়ার মধ্যে সাহিত্যিক সত্যেন সেন ও শরীর সোমেন চন্দ-এর কোন প্রতিকৃতি। এ নিয়ে অনেকের মনে বেশ ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

একাডেমীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কর্মশালার প্রাংসনীয় দিক হচ্ছে একাডেমীর নিজস্ব প্রদর্শনী। ষষ্ঠীর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও নজরুল শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃত বই বাদী ছাড়াও প্রদর্শনীতে আছে একাডেমীর প্রকাশিত বই, পত্র-পত্রিকা, '৭১ সালে ওলীবিদ্ধ পাণ্ডুলিপি।

মেলার আকর্ষণ ও শুরুত্বকে এবার বাড়িয়ে তুলেছে শিল্পী শাহাবুদ্দীনের আঁকা 'ষাট্টি ভাষা বাংলা চাষ্টশীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী।

লেপ্সরবিহীন নাটক

গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন আয়োজন করেছিল লেপ্সরবিহীন নাটকের। ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে মেলার শেষ দিন পর্যন্ত ফেডারেশনভুক্ত নাট্যদলগুলো নাট্য ৮টায় এই নাটকের আয়োজন করে। বাংলা একাডেমীর তথ্য কেন্দ্রের সামনের গোল নারান্দাকে নাবহার করা হয়েছে মঞ্চ হিসেবে। দর্শকের ভিড়ও ছিল প্রচুর। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নিরাকত আলী বাবীর মতে, একাডেমী সহযোগিতা করলে বইমেলা চলাকালীন সময়ে ফেডারেশন মুক্তনাটক পরিবেশন করতে পারে। তাছাড়া মেলায় আগত দর্শকদের কাছেও আমরা তুলে ধরতে পারি আমাদের কর্মকাণ্ড।

একুশের সংকলন

একুশের অন্যতম আয়োজন একুশের সংকলন। একুশ এলেই পাড়া পড়ে যেতো সংকলনের। গত কয়েক বছর বইমেলার শুরুতেই মেলায় পৌঁছে যেতো একুশের সংকলন। কিন্তু এবছর তা হয়নি। একুশের ভোরে যে গুটিকয় সংকলন মেলায় পাওয়া গেছে তাদের কোনটিই উল্লেখযোগ্য নয়। একুশের সংকলন কি হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে? এবারের পরিবেশিত লেপ্সরবিহীন নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ওরেন বেকের টাইগার (লাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল) কুকুর এবং খরগোশ (নাট্যচক্র), অতঃপর হরেন মণ্ডল (লোকনাট্য দল) এবং নকে ছিনের সন্ধানে (ঢাকা পদাতিক)।

বুলোর সংগ্রাম

ভিড় মতো বাড়ে, বুলো উড়ে ভতো। বুলোর সংগ্রামে ঢাকা বইমেলায় নাকে রুমাল চাপা দিয়েও পার পাওয়া যায়নি।

জাফর ওয়াজেদ